তারিখ ... 16 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

পরামর্শ

শিক্ষাজীবনের সময়কে কাজে লাগাতে হবে নিজের মতো করে। প্রতিযোগিতামূলক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অবশ্যই সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে

সময়কে কাজে লাগাও

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছি সময়ের সঠিক ব্যবহার করি না। অকাজে সময় নষ্ট করি। বিশেষ করে আমাদের শিক্ষার্থীদের উচিত সময় নষ্ট না করে পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া। কারণ ছাত্র জীবনে মন দিয়ে পড়াশোনা করলে সাফল্য আসবেই।

সময়ের স্রোতে গা ভাসানো নয় : অতীতের সময়ের চেয়ে বর্তমানের সময়গুলো ভিন্ন প্রকৃতির। খুব দ্রুতই পরিবর্তিত হচ্ছে সমাজ আর সামাজিক মূল্যবোধ। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের স্রোতে বদলে যাচ্ছে সব কিছু। ছাত্রজীবনে বিনোদনের প্রয়োজন রয়েছে। আগেও ছিল। কিন্তু প্রযুক্তি গত পরিবর্তন বিনোদনের মাত্রাটি আমূল পাল্টে দিয়েছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘটেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এতে জীবনের সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে অনেক। সেই সঙ্গে সমস্যার মাত্রাটাও বেড়েছে।

প্রায় সব সময় গানে ডুবে থাকা কিংবা রাত জেগে মোবাইলে কথা বলা, ইন্টারনেটে অপ্রয়োজনে সময় নষ্ট করা কিংবা বন্ধুদের ডাকে যখন তখন যেখানে সেখানে ছুটে যাওয়া জীবনের সময়কে নষ্ট করে দিতে পারে নিজের অসচেতনতার মধ্যেই। বন্ধু প্রয়োজন আছে, আর বন্ধুত্ব গড়ে তোলা কিংবা বন্ধুত্ব তৈরি হওয়ার সেরা সময়টি হচ্ছে ছাত্রজীবন। এ সময়ের বন্ধুত্ব প্রত্যেকের ব্যক্তিগতজীবনেই কিছু না কিছু প্রভাব ফেলে, যার ফলাফল হয়ে থাকে দীর্ঘমেয়াদি। সুতরাং বন্ধুত্ব গড়ে তোলা কিংবা বন্ধুত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থী হিসেবে সাবধানে পা ফেলতে হবে। কেননা, সব বন্ধুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য একরকম নয়। তাদের মধ্যে কেউ থাকতে পারে সুপথে, কেউ বিপথে।

সময়কে কাজে লাগাও নিজের মতো করে : শিক্ষাজীবনের সময়কে কাজে লাগাতে হবে নিজের মতো করে। প্রতিযোগিতামূলক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অবশ্যই সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনে প্রাত্যহিক কাজের পরিকল্পনা লিখিতভাবে তৈরি করে নিতে হবে, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রাধান্য পাবে পড়াশোনা।

সংগ্রামই জীবন গড়ার মূল কথা : শিক্ষার্থীদের জীবন তথা ছাত্রজীবন হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে সুন্দরতম সময়। কিন্তু এই সুন্দরতম সময়েও সব সময় মনে রাখতে হবে জীবন গড়ার কথা। আর প্রতিনিয়ত সংগ্রামই হচ্ছে জীবন গড়ার মূলকথা। এ জন্য তোমাকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে। যারা তোমার চেয়ে বয়সে বড়, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাদের সঙ্গে আলোচনা করো, মতবিনিময় করো বন্ধুদের সঙ্গে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে জীবন সংগ্রাম, অধ্যবসায় ও ব্যক্তিগত সাফল্যের সংবাদ ফিচারগুলো পড়বে।

সুযোগকে কাজে লাগাও : আমাদের দেশে বহু শিক্ষার্থী রয়েছে, যারা নানা ক্ষেত্রে সুযোগ-বঞ্চিত। অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষার্থীই বঞ্চিত। এদের মধ্যে অনেকেই প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে তাদের শিক্ষাজীবনকে পরিচালনা করে। দরিদ্র ও সুযোগবঞ্চিত অনেক শিক্ষার্থীই জীবনকে অর্থবহ এবং সফল করার জন্য সব শক্তি নিয়োগ করে। প্রবল প্রচেষ্টায় সামান্য সুযোগকে আঁকড়ে ধরেও সাফল্যকে ছিনিয়ে আনে তারা। আমরা প্রায়শই তাদের কথা জানতে পারি। প্রথম আলোর অদম্য মেধাবীদের কথা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে।

কিন্তু তোমরা হয়তো তাদের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত। এসব সুবিধা অবহেলা না করে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। অতিপ্রাচুর্য অনেক ক্ষেত্রেই তোমাদের অলস করে তুলতে পারে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

সময় যাদের এখনো আছে : তোমরা যারা শিক্ষার্থী, জীবন ও সমাজকে গড়ার জন্য তোমাদের এখনো রয়েছে পর্যাপ্ত সময়। তবে সময় থেমে নেই। প্রতিনিয়তই তা হারিয়ে যাচ্ছে। মূল্যবান এ সময় কাজে লাগাতে হলে তোমাদের সক্রিয় হতে হবে এখনই। তোমাদের প্রতিদিনের সময়গুলো কাজে লাগাতে হবে সুশৃঙ্খলভাবে-কার্যকরভাবে। এর ফলে তোমাদের অবারিত স্বাধীনতার পরিবর্তে আত্মনিয়ন্ত্রণের পথকেই বেছে নিতে হবে। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় এবং বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যে নতুন নতুন বিষয় ও নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে তুমি। কিন্তু প্রতিটি বিষয়ের ভালোমন্দ সতর্কভাবে বিচার করতে হবে তোমাকেই। তোমার সব বন্ধুই হয়তো ভালো কাজগুলো বেছে নিতে পারেনি। সেক্ষেত্রে তার অন্ধ অনুকরণ না করে ভালোটিকেই বেছে নিতে হবে। তোমরা যদি জীবনের এই সোনাঝরা সময়গুলো অপচয় না করে প্রকৃত কাজে ব্যয় করতে পার- তাহলে দেখবে তোমার আগামী দিনগুলো হয়ে উঠবে পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত।

আবিদ হোসেন